পড়তে পারে।

(খ) পরোক্ষ করের গুণ ও দোষ ঃ

গুণ ঃ (১) পরোক্ষ কর দ্রব্য বা সেবার ওপর বসানো হয়। ক্রেতা যখন সেই দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে তখনই তাকে কর দিতে হয়। প্রত্যক্ষ করের মত পরোক্ষ কর এত বেশি বাধ্যতামূলক নয়। এর জন্য জনগণ পরোক্ষ করকে বেশি পছন্দ করে। আমরা বলতে পারি—পরোক্ষ কর কম অপ্রিয় কর।

(২) পরোক্ষ করের পরিমাণ সাধারণত কম হয়। করের ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্য ক্রয় করার সময় ক্রেতা করসমেত দামকেই দ্রব্যের দাম বলে মনে করে। সে করের চাপ বেশি বুঝতে পারে না। অর্থাৎ পরোক্ষ করের ভার কম বলে সকলে সহজে এই ভার বহন

করতে পারে।

(৩) পরোক্ষ কর ধনী ক্রেতা বা দরিদ্র ক্রেতাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। সরকারের দৃষ্টিতে সকলেই সমান—এই রকম একটি ধারণা পরোক্ষ করের পেছনে কাজ করে থাকে।

(৪) পরোক্ষ কর থেকে সরকারের বেশি আয় হয়। সমাজে মাত্র কয়েকটি পরিবার বেশি আয় উপার্জন করলে তাদের ওপর আয় কর চাপিয়ে সরকারের খুব বেশি আয় আসে না। অথচ পরোক্ষ কর সকল দেশবাসীকেই দিতে হয় বলে পরোক্ষ কর থেকে বেশি আয় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য দ্রব্যের ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করা হলে সেই দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। দাম বেড়ে গেলে চাহিদা কমে যায়। কিন্তু চাহিদা কী পরিমাণ কমবে সেটা চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার ওপর নির্ভর করছে। যে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, তার দাম বাড়লেও চাহিদা খুব একটা কমে না। কাজেই যে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক তার ওপর করারোপ করলে চাহিদা বেশি কমবে না। এতে সরকারের আয় বেশি বাড়বে।

(৫) দেশের বহু ক্রেতা দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার সময় পরোক্ষ কর প্রদান করে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে—পরোক্ষ কর বহু মানুষকে স্পর্শ করে। এর ভিত্তি বহু-বিস্তৃত।

(৬) কর প্রদান করলে করদাতা নিজেকে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় বহনের অংশীদার বলে ভাবতে পারে। এতে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

(৭) পরোক্ষ কর বসিয়ে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করা যায়। আবার পরোক্ষ কর হ্রাস করে দাম হ্রাস করা যায়। দ্রব্যের দামে খুব বেশি ওঠানামা থাকলে পরোক্ষ করের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে সেই ওঠানামাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(৮) পরোক্ষ করের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে দামের ওঠানামায় পরিবর্তন ঘটানো যায়। সেই সঙ্গে দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদানের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো যায়।

(৯) পরোক্ষ কর আরোপ করে সরকার অবাঞ্ছিত ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ কমাতে পারেন। মদ, গাঁজা, সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ভোগ কমাতে হলে ঐ সব দ্রব্যের ওপর অতি উচ্চহারে কর বসাতে হয়।

(১০) দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য সরকার রপ্তানি দ্রব্যের ওপর কর ছাড় ঘোষণা করতে পারেন। আমদানি হ্রাস করার জন্য সরকার আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করতে পারেন। রপ্তানি শুল্ক ও আমদানি শুল্ক নামক পরোক্ষ করের মাধ্যমে সরকার দেশের বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন।

দোষ ঃ (১) পরোক্ষ করের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হল যে, এতে ধনী ক্রেতা ও দরিদ্র ক্রেতার করদানের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এর দ্বারা ন্যায়-নীতিকে লঙ্ঘন করা হয়।

(২) পরোক্ষ করের ফলে করারোপিত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। বেশি দামে দ্রব্য ক্রয় করা যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তারা সেই দ্রব্যটির ভোগ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। অনেকে ভোগ কমিয়ে দেয়। এতে তাদের অসুবিধা হয়। করারোপিত দ্রব্যটি যদি চাল, গম, ডাল, লবণ, কাগজ, ঔষধ ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয় তাহলে সাধারণ ক্রেতাদের অসুবিধা বেশি হয়।

(৩) মাদক দ্রব্যের ওপর উচ্চহারে কর চাপিয়ে তাদের ভোগ কমাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু যারা মাদক দ্রব্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, বেশি দামেও সে সব দ্রব্য ভোগ না করলে তাদের চলে না। তখন তারা অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা কমিয়ে দেয়। এর ফলে তাদের কিংবা তাদের পরিবারের সদস্যদের অসুবিধা হয়।

(৪) পরোক্ষ কর নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের ওপর খুবই মারাত্মক হতে পারে। নিম্ন

আয়ের ব্যক্তিদের কাছে এই দ্রব্যের চাহিদা খুবই অস্থিতিস্থাপক। কাজেই পরোক্ষ করের ভার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর বেশি হারে পড়ে। সেইজন্য পরোক্ষ করকে অধোগতি সম্পন্ন কর বলা হয়।

(৫) পরোক্ষ কর সংগ্রহ করার অসুবিধাও বেশি। এর জন্য বহু অফিস ও কর্মচারী রাখতে হয়। ফলে কর সংগ্রহের ব্যয় বেড়ে যায়। এই দিক থেকে দেখলে বলা যায়, পরোক্ষ কর উৎপাদনশীল কর নয়।

(৬) প্রত্যক্ষ কর যেমন কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয় পরোক্ষ করও তেমনি দেশের দুর্নীতি বৃদ্ধি করে। ক্রেতারা যে কর দেয়, ব্যবসায়ীরা সেই করের ন্যায্য হিসাবমত সরকারের ঘরে করের অর্থ জমা দেবে; সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে কোন অশুভ যোগাযোগ করবে না—এমন কথা বলা যায় না। অনুন্নত এবং দুর্নীতিগ্রস্থ দেশে পরোক্ষ করকে ঘিরে বহু দুষ্ট চক্র গড়ে ওঠে।

(৭) পরোক্ষ কর গণচেতনা বৃদ্ধি করে বলে যে কথা বলা হয় তার মধ্যে ভাবালুতা ছাড়া বাস্তবতা নেই। বরং বলা যায়—পরোক্ষ করের দ্বারা সরকার বেশি সংখ্যক দেশবাসীর কাছে বেশি অপ্রিয় হয়ে পড়েন।